Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

বঙ্গভূমির প্রতি

বঙ্গভূমির প্রতি' মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত একটি গীতিকবিতা। এ কবিতায় স্বদেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দেশকে কবি মা হিসেবে কল্পনা করে নিজেকে ভেবেছেন তার সন্তান। প্রবাসী মধুসূদন ভেবেছেন, মা যেমন সন্তানের কোনো দোষ মনে রাখেন না, তেমনি কবির দেশমাতৃকা ও তার সব দোষ ক্ষমা করে দেবে। কবি তাই দেশমাতৃকার কাছে প্রণতি জানাচ্ছেন, পদ্মফুল যেমন পানিতে ফোটে, তিনিও তেমনি দেশমাতৃকার স্মৃতিতে যেন ফুটে থাকেন।

কবি দেশমাতৃকার স্মৃতিতে নিজেকে অমর করে রাখতে চান। কিন্তু তার ধারণা,এমন কোন গুণ তার নেই,যার ফলে তিনি অমরত্ব লাভ করবেন।বিষয়টি উপলব্ধি করে দেশপ্রেমিক কবি শ্যামল জন্মভূমির কাছে প্রশ্ন রেখেছেন।

কবি বিশ্বাস করেন,পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তখন তার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু সব মৃত্যু একরকম নয়। কিছু মৃত্যু আছে যা জীবনকে আরো বেশি স্মরণীয় করে রাখে। মহৎ কর্মের মাধ্যমে মৃত্যুর পরেও সাধারণ মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ লাভ করা যায়।

কবি প্রবাসে থেকেও দেশমাতৃকার মনে স্থান পাওয়ার আশা করেছেন সর্বক্ষণ। মাছি যেমন অমৃতের সন্ধান করে অমৃতের হ্রদে পরেও গলে যায় না। কবিও তেমনি করেই দেশমাতৃকার মনে স্থান লাভে মৃত্যুকে ভয় পান না।

'দৈবের বশে' বলতে দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবাসে কবির জীবনাবসানের আশঙ্কাকে বুঝানো হয়েছে। মানুষ মরণশীল, এটাই চিরন্তন সত্য। কবি স্বদেশকে ভালোবেসেছেন মনেপ্রাণে। প্রবাস জীবনে এই ভালোবাসা আরো সুদৃঢ় হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবাসে যদি হঠাৎ করে কবির জীবনাবসান ঘটে, সদ্বেশ যেন কবিকে ভুলে না যায়। কেননা, মৃত্যু একটি অনিশ্চিত ব্যাপার। 'দৈবের বশে' কথাটির মধ্য দিয়ে এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মানুষ মরণশীল --এটাই শাশ্বত চিরন্তন। মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে জীবন অতিবাহিত করে।তারপর তার মৃত্যু ঘটে। এটাই পৃথিবীর অমোঘ নিয়ম- সব মানুষের ক্ষেত্রে একই রকম ঘটে। এই চিরসত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে কবি বলেছেন 'জন্মিলে মরিতে হবে। '

নদীর জল যেমন সদা প্রবহমান তেমনি মানুষের জীবনের বিভিন্ন ধাপ পার হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়। মানুষের জীবনকে কবি স্রোতস্বিনী নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। নদীর জল যেমন সদা প্রবহমান তেমনি মানুষের জীবন সদা পরিবর্তনশীল। এভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষকে একসময় মৃত্যুবরণ করতে হয়।
কবি বর প্রার্থনা করেন অমরত্ব লাভ অর্থাৎ দেশমাতৃকার স্মৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকার জন্য। কবি নিজেকে দেশমাতৃকার অধম সন্তান ভাবলেও তার স্নেহ সুধা থেকে কখনোই বঞ্চিত হতে চান না। তাই তিনি প্রার্থনা করেছেন, দেশমাতা যেন তার দোষগুলো ক্ষমা করে তাঁকে অমরত্ব দেন অর্থাৎ তাঁর স্মৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকার মতো বর দান করে।

কবি স্বদেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন। দেশকে 'মা' হিসেবে কল্পনা করে নিজেকে ভেবেছেন তার অধম সন্তান। প্রবাসী কবি তাই দেশমাতৃকার কাছে মিনতি করে বলেছেন যেন দেশমাতৃকা তার অধম সন্তানকে মনে রাখে। তার এই মনের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে যদি কোনো ভুলও তিনি করে ফেলেন, তবুও যেন দেশমাতৃকা তার স্নেহ সুধা থেকে কবিকে বঞ্চিত না করে।

দেশকে ভালোবাসার দাবিতে কবি দেশমাতৃকার অধম সন্তান হয়েও তার কাছে অমরত্ব প্রার্থনা করেছেন। প্রবাসে কোনো কারণে যদি তাঁর জীবনাবসান ঘটে, তবুও তিনি দুঃখ পাবেন না। কারণ জন্মমাত্রই মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু দেশমাতৃকা যদি তাঁকে মনে রাখে তাহলে তিনি মৃত্যুর দেবতাকেও ভয় করেন না।